জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা নিরসনে ইসলামি নির্দেশনা: পরিপ্রেক্ষিত পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

মোহাম্মদ ইসমাইল*

Abstract

The primary organization of human society is the family. Basically family is the origin of society. Family is developed to organize the social life of human being. Because of which the family is the center of society. The presence of the family in social life, the need is immense. Because of this, sociologists have tried to analyze the explanation, history, effectiveness of the family. Family conflicts are notable as archetypes of family systems. However, the transformation from conflict to violence is an obstacle to maintaining peace and order in the social system. Therefore, various steps have been taken to resolve family conflicts over the ages. Various laws have been made in this regard in Bangladesh. Islam has also given clear instructions about this. The Government of Bangladesh has enacted a special law for this purpose, the 'Family Violence (Prevention and Protection) Act, 2010'. In the current study, the review of this law has been highlighted in the light of Islamic guidance. The implementation of the recommendations visible in the review of this law will play a positive role in resolving the conflicts at the family level of the majority Muslim population of this country.

চাবিশব্দ: দ্বন্দ্ব, সহিংসতা, নির্যাতন, সামাজিকতা, পরিবার, সম্প্রীতি

ভূমিকা

মানব সমাজের প্রাথমিক সংগঠন হলো পরিবার। মূলত পরিবারেই সমাজের উৎপত্তি। মানুষের সামাজিক জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিবার গড়ে উঠেছে। যার কারণে পরিবার সমাজের কেন্দ্রস্থল। সমাজ জীবনে পরিবারের উপস্থিতির, প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যার কারণে সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিবারের ব্যাখ্যা, ইতিহাস, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। পরিবার ব্যবস্থার চিরায়তরূপ হিসেবে পারিবারিক দ্বন্দ্ব লক্ষ্যণীয়। তবে দ্বন্দ্ব থেকে সহিংসতায় রূপায়ন সমাজব্যবস্থার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অন্তরায়। তাই যুগে যুগে পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। ইসলামও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ লক্ষ্যে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০' একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে। বর্তমান গবেষণায় ইসলামি নির্দেশনার আলোকে এ আইনের পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এ আইনের পর্যালোচনায় দৃশ্যমান সুপারিশমালা বাস্তবায়ন এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পরিমণ্ডলে দ্বন্দ্ব নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা

দ্বন্দ্ব শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা হলো Conflict। বাংলায় কলহ, সংঘাত, ঝগড়া, বিবাদ, যুদ্ধ বা শত্রুতা, দ্বিধা বা সংশয় ইত্যাদি শব্দ দ্বন্দ্ব শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১] পরিভাষায়, দ্বন্দ্ব হলো একাধিক ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের, চিন্তার বা স্বার্থের ভিন্নতা।[২] সমাজবিজ্ঞানী Lewis A. Coser বলেন, "Conflict is a struggle over values and claims to scarce status, power, and resources in which the aims of the opponents are to neutralize, injure or eliminate the rival."[৩] অর্থাৎ, "দ্বন্দ্ব হল মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দুর্লভ অবস্থা, ক্ষমতা ও সম্পদের বিরুদ্ধে অবস্থান যেখানে বিরোধীদের লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশে আনা, আহত করা বা নির্মূল করা।" যখন দ্বন্দ্ব পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত থাকে তখন তাকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব বলে। বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে পারিবারিক দ্বন্দ্বকে বর্ণনা করেছেন, Elena Marta & Sara Alfieri-এর মতে, "Family conflict refers to active opposition between family members. Because of the nature of family relationships, it can take a wide variety of forms, including verbal, physical, sexual, financial, or psychological. Conflicts may involve different combinations of family members: it can be conflict within the couple or between parents and children or, again, between siblings."[৪] অর্থাৎ, "পারিবারিক দ্বন্দ্ব বলতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সক্রিয় বিরোধিতা বোঝায়। পারিবারিক সম্পর্কের প্রকৃতির কারণে, এটি মৌখিক, শারীরিক, যৌন, আর্থিক বা মানসিকসহ বিভিন্ন ধরনের রূপ নিতে পারে। দ্বন্দ্বে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সংমিশ্রণ জড়িত থাকতে পারে: এটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বা পিতামাতা এবং সন্তানদের মধ্যে বা ভাইবোনের মধ্যে বিরোধ হতে পারে।" উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে পারিবারিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, তবে কোনো সমাজবিজ্ঞানী পারিবারিক দ্বন্দ্বের ৭টি কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো- ১. সম্পদের দ্বন্দ্ব, ২. স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, ৩. ভাই-বোনের দ্বন্দ্ব, ৪. বাবা-মা ও ছেলে-মেয়েদের দ্বন্দ্ব, ৫. পরিবার সদস্যদের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব, ৬. দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব, ৭. উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব।[৫] প্রায়োগিক অর্থে একটি দলের এক বা একাধিক সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য, বিরোধ, সংঘর্ষ প্রভৃতি বিশ্বাস বা কাজের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। মানুষের সৃষ্টি থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। কখনো সে নিজের সাথে। কখনো বা অন্যের সাথে। আমাদের চারপাশের প্রতিদিনকার ঘটনাগুলো লক্ষ্য করলে আমরা দ্বন্দ্বের নানারূপ দেখতে পাই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী দ্বন্দ্বকে সমাজের একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন, প্লেটো ((খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭-খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৮), রুশো (২৮ জুন ১৭১২ - ২ জুলাই ১৭৭৮), অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮খ্রিস্টাব্দ -১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং এমিল দুর্খেইম (১৫ এপ্রিল ১৮৫৮ - ১৫ নভেম্বর ১৯১৭) দ্বন্দ্বকে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতানুসারে সমাজ ব্যবস্থার অর্ন্তনিহিত এক শক্তি থাকে, যার ফলে দ্বন্দ্ব আপনা হতেই মিটে যায় এবং সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তাই দ্বন্দ্ব নির্মূল করা সম্ভব হবে না, তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রেখে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব এবং দ্বন্দ্বকে সহিংসতায় রূপায়ন থেকে রক্ষা করা যাবে।

দ্বন্দ্ব থেকে এক পর্যায়ে বিবাদমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বন্দ্ব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। চিন্তার বা মতের ভিন্নতার জন্য দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। ভিন্ন চিন্তা বা মত

থাকতেই পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বের কারণে যখন একজন মানুষের বা একদল মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়, তখন তা সহিংসতায় রূপ নেয়।[৬] সমাজে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব থাকে। তন্মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বর্তমান। পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে যে সহিংসতা লক্ষ্য করা যায়, তাই পারিবারিক সহিংসতা। পারিবারিক সহিংসতা সংজ্ঞায়নে বৃটিশ আইনবিদ Tony Wragg () বলেন, "Domestic violence occurs when one person tries to coerce or control another person in a family-like or domestic relationship. Domestic violence involves an abuse of power and can take the form of physical abuse, sexual abuse, emotional or psychological abuse, verbal abuse, stalking and intimidation, social and geographic isolation, financial abuse, cruelty to pets, or damage to property or threats to be violent in these ways."[৭] অর্থাৎ, পারিবারিক সহিংসতা ঘটে যখন একজন ব্যক্তি পরিবারের মতো বা ঘরোয়া সম্পর্কের মধ্যে থাকা অন্য ব্যক্তিকে বাধ্য করে বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। পারিবারিক সহিংসতা ক্ষমতার অপব্যবহার, শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, আবেগতাড়িত নির্যাতন, মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, মৌখিক অপব্যবহার, আঁড়িপাতা, ভয় দেখানো, সামাজিক ও ভৌগোলিকভাবে বয়কট, আর্থিক নির্যাতন, পোষা প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা, সম্পত্তির ক্ষতি বা হুমকিতে রূপ নিতে পারে।" পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর ভাষ্যানুসারে, "পারিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতিকে বুঝাবে।"[৮]

পারিবারিক দ্বন্দ্বের ধরন ও প্রকৃতি : ইসলামি নির্দেশনা

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার উল্লেখযোগ্য ধরনগুলো হলো– মারধোর করা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, হত্যা, ক্ষুধার্ত রাখা, চিকিৎসা সেবা না দেয়া, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অশালীন উক্তি করা, অশালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করা, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, বিশ্রামের সুযোগ না দেয়া, সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয়া, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ পরবর্তী বৈষম্য, পোষাক পরিচ্ছদ না দেয়া, গালিগালাজ করা, অন্যায়ভাবে তালাক দেয়া, যৌতুক নেয়া, সন্তানদের দেখাশোনা না করা ইত্যাদি। পরিবার দ্বন্দ্বের বিভিন্ন ধরন থাকলেও ৫টি দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিম্নে ইসলামি নির্দেশনা আলোকে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো–

১. সম্পদের দ্বন্দ্ব : পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হলো সম্পদের দ্বন্দ্ব। সম্পদের কারণে পিতামাতা ভাই বোনসহ আত্মীয় স্বজনদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। পরিবারের মধ্যে পিতার সম্পদ যদি তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেউ একজন বেশি ভোগ করে অথবা তার সম্পদ থেকে পরিবারের কাউকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায় তখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সেখানে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। অথবা পিতা তার কোন এক ছেলেমেয়েকে যদি আলাদাভাবে সম্পদ বেশি দিতে চায় তখন পরিবারের অন্য সদস্যরা পিতার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ পিতার সম্পদ যদি পরিবারের কোন একজন বেশি ভোগ করতে চায় তখন সেই পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। অথবা পিতা যদি তার গরীব কন্যা সন্তানকে সম্পদ বেশি দান করতে চায় তখন পরিবারের ছেলে সন্তানরা তার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যায় পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হলো সম্পদের দ্বন্দ্ব।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার পারিবারিক পরিমণ্ডলে সম্পদের দ্বন্দ্বে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সম্পদের জন্য ভাই-ভাইকে নির্যাতন, হত্যা[৯]; চাচাতো ভাইকে হত্যা[১০]; জামাই কর্তৃক শ্বশুর হত্যা[১১]; সম্পত্তি দ্বন্দ্বে পিতার লাশ দাফনে বাধা[১২]; ভাতিজা কর্তৃক চাচা অথবা চাচা কর্তৃক ভাতিজা হত্যা[১৩]; এমনকি সম্পত্তির জন্য নিজ সন্তানের হাতে পিতা-মাতা নির্যাতন ও খুনের ঘটনাও ঘটছে[১৪]। পিতামাতর মৃত্যু বরণের পর অথবা তারা জীবিত থাকা কালীন উত্তরাধিকার সম্পদের বণ্টন নিয়ে ভাইবোন, ফুফু, চাচা ইত্যাদি আত্মীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অথবা পিতার সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ভাই কর্তৃক তার বোনকে তার প্রাপ্য সম্পদ না দেওয়ার কারণে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। অথবা পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের প্রধান কর্তা কে হবে এবং সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে এই নিয়েও পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। মোট কথা পরিবারের উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টন নিয়েই সম্পদ কম বেশি, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নিয়ে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

ইসলাম পারিবারিক পরিমণ্ডলে সম্পদের দ্বন্দ্ব নিরসনে বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করেছেন। **প্রথমত,** উত্তরাধিকারী সম্পত্তির বণ্টননীতি নির্ধারণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের প্রাপ্যাংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও প্রাপ্যাংশ রয়েছে। তা কম হোক অথবা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ।"[১৫]

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদিসে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে কে কত অংশ পাবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের অংশ কুরআন ও এবং হাদীস দ্বারা নির্ধারিত এবং যাদের অংশ দেওয়া ব্যতীত অন্য কারো অংশ দেয়া যায় না, এমন শ্রেণির ওয়ারিশদেরকে যাবিল ফুরুয বলা হয়। এদের সংখ্যা ১২ জন; এরা বিবাহ সিদ্ধ জাত এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। তার মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা। পুরুষ চার জন হলো: ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. স্বামী, ৪. বৈপিত্রেয় ভাই। মহিলা আটজন হলো: ১. স্ত্রী, ২. মাতা, ৩. কন্যা, ৪. সহোদরা বোন, ৫. বৈমাত্রেয়া বোন, ৬. বৈপিত্রেয়া বোন, ৭. কন্যা ও ৮. দাদী। তাদের মধ্যে পিতা, স্বামী, মাতা, কন্যা ও স্ত্রী এই পাঁচজন কখনো উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। উত্তরাধিকারী সম্পত্তি যথাযথভাবে বণ্টন করার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ করে যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা নি:সন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।"[১৬]

দ্বিতীয়ত, সম্পদসহ যেকোনো ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যাদের মাঝে কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না; বরং সকলকে সন্তান হিসেবে সমান সম্পদের অধিকার দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসের বাণী, "আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার কোন কন্যাসন্তান থাকবে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্রসন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"[১৭]

তৃতীয়ত, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভোগ করা যাবে না। এটি ইসলামের অর্থনীতির একটি সাধারণ নীতি। পারিবারিক পরিমণ্ডলেও এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করো না।"[১৮]

২. স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেকগুলো কারণ নিয়ে দ্বন্দ্ব হতে পারে প্রথমটি হলো স্বামীর কারণে দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় হলো স্ত্রীর কারণে দ্বন্দ্ব। স্বামীর যেসকল কারণে দ্বন্দ্ব হয় সেগুলো হলো– স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমনযোগ, স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্যাতন, পরকীয়ায় আসক্তি, স্বামীর মাদকাসক্তি, স্বামী দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা এবং স্ত্রীর ভরনপোষণের অনীহা ইত্যাদি। আবার স্ত্রীর যেসব সমস্যার কারণে স্বামীর সাথে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাহলো, স্বামীর প্রতি অনীহা, স্ত্রীর পরকীয়া, স্বামীর পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার না করা, স্বামীর আদেশ-নিষেধ অমান্য করাসহ বিভিন্ন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে। সামাজিক অস্থিরতা, মাদকাশক্তি প্রভাব এবং পরস্পরকে ছাড় না দেওয়ার মনোভাবও স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব পারিবারিক দ্বন্দ্বের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়। দেশে বিবাহিত নারীদের শতকরা ৮০ জনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন। আর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন স্বামীর দ্বারা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জুলাই, ২০২৩ মাসের নারী ও কন্যা নির্যাতন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, একমাসে (জুলাই-২০২৩) ২৯৮টি নির্যাতনের ঘটনায় ১৪টি স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত। তন্মধ্যে যৌতুকের কারণে নির্যাতন ৮জন, যৌতুকের কারণে হত্যা ৬ জন এছাড়াও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আরো ১৪ জন।[১৯] এছাড়াও এসিড নিক্ষেপ, মানসিক অত্যাচার, অগ্নিদগ্ধকরণ ইত্যাদি ধরনেরও নির্যাতনের শিকার হয় নারীরা। দ্বিতীয় বিবাহ পরবর্তী প্রথম স্ত্রীর প্রতি অবহেলা জনিত অত্যাচারও পারিবারিক দ্বন্দ্বের একটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

ইসলাম নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে সৃষ্ট সকল দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে নির্দেশনা দিয়েছে। **প্রথমত,** যথাযথ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। ইসলামি পরিভাষায় একে (نفقة) নাফাকা বলা হয়।[২০] স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।"[২১]

দ্বিতীয়ত, যৌতুক নিষিদ্ধ। নারী নির্যাতনের অন্যতম দিক হলো যৌতুক। যৌতুকের মাধ্যমে আমাদের সমাজে অধিকাংশ নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইসলাম যৌতুককে হারাম ঘোষণা করেছে। বিবাহের সময় স্ত্রীর সম্পদের লোভে বিয়ে করলে সে ব্যক্তি প্রকারান্তরে দরিদ্রই হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি সম্পদ লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার দরিদ্র্যতাই বৃদ্ধি করে দেন।"[২২] ইসলাম যৌতুক নিরোধ করার লক্ষ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রী নির্বাচনের সময় নারীর অর্থ-সম্পদের প্রতি খেয়াল না রেখে বরং তার ধর্মভীরু ও নৈতিক মানের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসের বাণী, "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমরা রূপ-সৌন্দর্য দেখেই নারীদের বিয়ে করো না। কারণ রূপ-সৌন্দর্য তাদের বিপদগামীও করে দিতে পারে। আর তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করো না কারণ, ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও অবাধ্য করে দিতে পারে। তোমরা বরং নারীদের ধার্মিকতা দেখে বিয়ে করো। মনে রেখো, যদি সে দীনদার না হয়, তা হলে একটি কালো দাসী অন্যদের তুলনায় উত্তম।"[২৩] যৌতুক নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ইসলাম নারীকে স্বামীর কাছ থেকে আর্থিক নিরাপত্তা হিসেবে (المهر) মোহরানা বা মাহর পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। স্বামীর জন্য স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে।"[২৪]

তৃতীয়ত, একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা। মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা আশংকা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একটি বিবাহ কর।"[২৫] এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে এবং একজনকে অন্যজনের চেয়ে বেশি পছন্দ করে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার অর্ধাংশ একদিকে ঝুঁকানো থাকবে।"[২৬]

চতুর্থত, ইসলামি আইনে নারীর শারীরিক, মানসিকসহ সব নির্যাতন নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, "তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না।"[২৭]

পঞ্চমত, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশনা। মহান আল্লাহ বলেন, "আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[২৮]

ষষ্ঠত, ইসলামি আইন অনুসারে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ বা স্বামী-স্ত্রীর কারো যে কোনো শারীরিক, মানসিক কোনো অসুস্থতার কারণে দাম্পত্য জীবনে অসুবিধা দেখা দিলে সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে স্বামী ও স্ত্রীর প্রথমে নিজেদের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করবে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, "যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোন মীমাংসা করলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর।"[২৯] স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে সমাধান করতে ব্যর্থ হলে, আত্মীয়দের পক্ষ থেকে একজন করে বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করা বা সুষ্ঠুভাবে বিচ্ছেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। মহান আল্লাহর বাণী, "আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন।"[৩০]

৩. ভাই-বোন দ্বন্দ্ব : একটা পরিবারের মধ্যে রক্ত সম্পর্কীয় আপনজনের মধ্যে ভাই-বোন হলো সবচেয়ে ঘনিষ্ট। বিভিন্ন কারণে সেই ভাই বোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। পরিবারের মধ্যে বাবার অবর্তমানে বোনের লালন পালন এবং উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া ভাইয়ের দায়িত্ব। ভাই যদি এই দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখায় তাহলে ভাই বোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগতে পারে। ভাই-বোনের মাঝে দ্বন্দ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী কারণ হলো পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী সম্পত্তির ন্যায্য অংশ প্রাপ্তিতে বৈষম্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয় বোনেরা। বিভিন্ন গবেষণা ও পত্র-পত্রিকায় ভাইয়ের হাতের সম্পত্তির জন্য বোনের নির্যাতন, কারাবরণ ইত্যাদি ঘটনা লক্ষ্য করা যায়।[৩১] ভাই-বোনের দ্বন্দ্বের মূল কারণসমূহের মধ্যে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে বোনদের অজ্ঞতা, ভাইদের কূটকৌশল, সামাজিক কুসংস্কার, আইন-আদালতের মাধ্যমে হয়রানী ইত্যাদি অন্যতম।[৩২] বোনদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি সঠিকভাবে না দেওয়া বর্তমানে ভাই বোনদের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ। ইসলাম বোনদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি যথাযথভাবে দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "আত্মীয়স্বজনকে তার অধিকার দিয়ে দাও।"[৩৩]

ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে, ভাই-বোনের সাথে আদব রক্ষা করে চলার বিষয়টি পিতামাতা ও সন্তানসন্ততির সাথে আদব রক্ষা করে চলার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ; সুতরাং ছোট ভাইবোনের উপর আবশ্যক হলো তার বড় ভাইবোনদের সাথে এমনভাবে আদব রক্ষা করে চলা, যেমনিভাবে তাদের উপর ওয়াজিব হলো তাদের পিতামাতার সাথে অধিকার আদায়, দায়িত্ব পালন ও আদব রক্ষা করে চলা। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আবু রিমসাহ (রা.) হতে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌছলাম অতঃপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তুমি তোমার মাতা ও পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর; অতঃপর উত্তম ব্যবহার কর তোমার বোন ও ভাইয়ের সাথে; অতঃপর উত্তম ব্যবহার কর একে একে তোমার নিকটাত্মীয়ের সাথে।"[৩৪]

রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মাঝে ভাই-বোনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। বোনদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার বিশেষ ফজিলত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে অথবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত।"[৩৫]

পিতার অবর্তমানে অথবা পিতার অপারগতায় ভাইদের কর্তব্য বোনদের সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় পাশে থাকা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়াও ভাইয়ের দায়িত্ব।[৩৬] নিজে বিবাহ করার ক্ষেত্রে অবিবাহিত ছোট বোন কোনোভাবেই যেন তারা কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে; বরং নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে হলেও বোনদের ভালো রাখার চেষ্টা করা। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না, বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? সে তো তোমার সঙ্গে আমোদ-ফূর্তি করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার আববা উহূদের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছেন। রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সঙ্গে তাদেরই মতো একজন আনাড়ি মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করিনি। বরং এমন একটি মহিলাকে (পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। তিনি বললেন, ঠিক করেছ।"[৩৭]

সর্বাবস্থায় ভাই-বোনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করবে, এমনকি বোনের অথবা ভাইয়ের পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার স্বত্ত্বেও সুসম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, "এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমার কিছু আত্মীয় আছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি; তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে সহিষ্ণু আচরণ করি; তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ তুমি যেমনটি উল্লেখ করেছ যদি তুমি তেমন হও তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই ছুড়ে দিচ্ছ। তুমি যতক্ষণ এর উপর অটল থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে তোমার সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী থাকবে।"[৩৮]

৪. বাবা-মা ও ছেলে-মেয়েদের দ্বন্দ্ব : পারিবারিক দ্বন্দ্বের মধ্যে মা-বাবা ও ছেলে মেয়ের দ্বন্দ্ব, অন্যতম একটি দ্বন্দ্ব। পিতা-মাতা যদি সন্তানের এই দায়িত্ব যথাযথ পালন না করে থাকেন অর্থাৎ সন্তানের হক আদায় করে না থাকেন তাহলে পিতামাতার সাথে সন্তানের দ্বন্দ্ব লাগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অথবা পিতামাতা বার্ধ্যকে উপনীত হওয়ার পর ছেলে মেয়েরা যদি তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন অর্থাৎ তাদের হক আদায় না করে তাহলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। অথবা পুত্রবধু কর্তৃক শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করতে অনীহা এবং শ্বশুর শাশুড়ির সাথে খারাপ ব্যবহার করতে অথবা পিতামাতা কর্তৃক পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে কোন ছেলে বা মেয়েকে অতিরিক্ত সম্পদ লিখে দিলে মা-বাবা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এমনকি পিতামাতা ও সন্তানের দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত অমানবিকভাবে পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো হয়। মূলকথা হলো পিতামাতা এবং ছেলেমেয়ে উভয় যদি তাদের হকগুলো যথাযথভাবে আদায় না করে তাহলে পিতামাতা ও ছেলেমেয়ে উভয়ের সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ইসলাম পিতামাতার সাথে ছেলে-মেয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে নির্দেশনা দিয়েছে। **প্রথমত,** সর্বাবস্থায় পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ। পিতা-মাতা ডাকা মাত্র সাড়া দিতে হবে। সকলের আগে তাদের কথা পালন করতে হবে। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা নফল নামায, সদকা, সাওম, হজ, উমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না এবং পিতামাতার সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে।"[৩৯] কেননা পিতা-মাতার সন্তুষ্টির উপরই সন্তানের জান্নাত নির্ভর করে। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, "আবু ওমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার কী? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তারা তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।"[৪০]

দ্বিতীয়ত, সুস্থ অবস্থায় যেভাবে পিতা-মাতার সেবা যত্ন করবে সেভাবে অসুস্থ হলেও যত্নসহকারে সেবা-শুশ্রূষা করবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি নিজের হায়াত বাড়াতে এবং জীবিকার প্রশস্ততা চায় তাহলে সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।"[৪১] এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও পিতামাতার সেবা করতে ইসলাম সন্তানকে আদেশ করেছে। বার্ধক্য মানুষকে নানাভাবে অসহায় করে তোলে। ইসলাম বার্ধক্যের নিরাপত্তায় পিতামাতার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমার সামনে তাঁদের একজন বা উভয়ই যদি বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদের প্রতি উহ! কথাটিও উচ্চারণ করবে না। তাঁদের সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলবে না। তাঁদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের সাথে বাহু প্রসারিত করে দাও। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।"[৪২]

তৃতীয়ত, পিতা-মাতা দরিদ্র বা অসহায় হলে সন্তান তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "বলুন, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের পিতা মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে।"[৪৩]

চতুর্থত, পিতামাতার উপর ইসলাম সন্তানের কিছু অধিকার নির্ধারণ করেছে। তাই পিতামাতার উচিত সন্তানের অধিকারসমূহ প্রদানে সদাসচেষ্ট থাকা। সন্তানের অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো যথাযথভাবে লালন-পালন করা। পিতামাতার উচিত সন্তানদের প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি

রাখা, তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। কুরআনে এসেছে, "সন্তান ও জননীর ভরণ-পোষণের ভার পিতার ওপরই ন্যস্ত।"[৪৪]

সন্তানকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা দেয়া এবং সম্পদে যথাযথ অংশ দেয়া পিতামাতার কর্তব্য। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "আবু রাফি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, সন্তানদের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য আছে কিনা, যেমনিভাবে আমাদের ওপর তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন- হ্যাঁ, আর তাহলো কিতাব শিক্ষা দেওয়া, সাঁতার শিখানো, ধনুক প্রশিক্ষণ ও যথাযথভাবে সম্পদের অংশীদার বানানো।"[৪৫]

৫. পরিবারের সদস্যদের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব : পারিবারিক দ্বন্দ্বের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব। পরিবারের সদস্যগণ যখন বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থাৎ চাকরির সুবাদে পরিবার ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে, ভাই-বোনদের বিয়ের কারণে অথবা পারিবারিক বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঠিকমত যোগাযোগ করতে পারে না। দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকার কারণে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় যা পরবর্তীতে দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাড়ায়। অর্থাৎ পরিবার থেকে দুরে যাওয়ার পর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগের যে ঘাটতি হয় তার কারণে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগতে পারে। পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে তথা বাবা, মা, পুত্র-কন্যা, ভাই-ভাবী, বোন-বোন জামাই, চাচা-চাচী, ভাতিজা, ভাতিজি, ফুফু-ফুফা, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, সৎ মা, সৎ ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নাতি-নাতনি, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা, গৃহকর্মী, দেবর-ননদ ইত্যাদি রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাথে পারস্পরিক যেকোনো দ্বন্দ্বকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বলে।

সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা সহিংসতার শিকার হয়। ইসলাম কখনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে সমর্থন করে না। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি নির্মম হয়ে, তার প্রতি বিমুখ হয়ে তাকে বয়কট করা হারাম। কারো প্রতি যদি কোনো কারণে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েই যায় তবে তা দমনের জন্য, রাগ প্রশমিত হওয়ার জন্য মাত্র তিনটি দিনের জন্য সময় দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কোনো মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশি সময় বিচ্ছিন্ন রাখা বৈধ নয়।"[৪৬]

কোন মুসলমান যদি তার কাউকে পরিত্যাগ করে তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাহলে তার আল্লাহর ক্ষমাদৃষ্টি ও রহমত হতে বঞ্চিত থাকার হুমকি রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "রাসুল (সা.) বলেছেন, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতসমূহের দরজাসমূহ খোলা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুর শরিক করে না এরূপ প্রত্যেককে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা আছে তাকে ক্ষমা করেন না। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, এ দুজনের ব্যাপারটি স্থগিত রেখে দাও। যতক্ষণ না তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে নেয়।"[৪৭]

পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য পালনে ইসলামি নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেও পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব। ইসলামি দৃষ্টিকোণে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁর অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আমার সন্দেহ হয়, তিনি এও বলেছেন, ছেলে সন্তান তার পিতার সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৪৮] এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রীসহ পরিবারের সকল সদস্য অন্যান্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, বাবা তার স্ত্রী তথা সন্তানের মা এবং সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব সকলেই সকলের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, কেননা পরকালে তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার আধুনিক নাম হলো পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য। এক জনে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অন্যের অধিকার অর্জিত হয়।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা

বাংলাদেশে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি এ দেশে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন, অধ্যাদেশ ও নীতি রচিত হয়েছে, সেগুলো হলো-

১. বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯
২. বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২
৩. চুক্তি আইন, ১৮৭২
৪. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
৫. বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন, ১৮৭৪
৬. সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫
৭. অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০
৮. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৯. বিদেশি বিবাহ আইন, ১৯০৩
১০. দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮
১১. নৈতিকতাবিরোধী বৃত্তি দমন আইন, ১৯৩৩
১২. মুসলিম ব্যক্তিগত (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন-১৯৩৭
১৩. মুসলিম পারিবারিক আইন (অধ্যাদেশ), ১৯৬১ (সংশোধন ১৯৮২, ১০৮৫, ১৯৮৬)
১৪. গৃহকর্মী নিবন্ধন আইন, ১৯৬১

১৫. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (সংশোধন ২০০৫)
১৬. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ১৯৭৫ (সংশোধন ২০০৯)
১৭. যৌতুক নিরোধ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৪ (সংশোধন ১৯৮৬)
১৮. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
১৯. দণ্ডবিধি, ১৯৮৬
২০. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০
২১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩
২২. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯
২৩. এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১০
২৪. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
২৫. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১
২৬. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১
২৭. জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১
২৮. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২
২৯. শিশু আইন, ২০১৩
৩০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
৩১. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩
৩২. নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩
৩৩. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭

বিভিন্ন আইন ও বিধি দ্বারা পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিধান থাকলেও ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’ একটি পূর্ণাঙ্গ আইন হিসেবে প্রণীত। উল্লেখ্য যে, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এ ৭টি অধ্যায় ও ৩৭টি ধারা[৪৯] রয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য ইতোপূর্বে সুনির্দিষ্ট তেমন কোন আইন ছিল না। ফলে প্রতিকার পাবার জন্য সহিংসহার শিকার নারীরা আইনের দারস্থ হতে পারতো না। বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী একটি রাষ্ট্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’ আইনটি ২০১০ সনের ৫৮ নং আইন হিসেবে জাতীয় সংসদে অনুমোদনের পর ১১ই অক্টোবর, ২০১০ (২৬শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করায় ১২ই অক্টোবর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যার ৯৩৭৫ থেকে ৯৩৯০ পৃষ্ঠায় সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ,পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।”

একই বছরের ৩০ ডিসেম্বর থেকে এই আইনটি কার্যকর হয়েছে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত এ আইনের বিশেষ দিকগুলো ইসলামি বিধি-বিধানের আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

১. পারিবারিক সহিংসতার পরিচয় (ধারা-৩) : এ আইনের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতাকে আইনের ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। পারিবারিক নির্যাতন বলতে পারিবারিক পরিমণ্ডলে শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, যৌন নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতিকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামি আইন পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, যৌন নির্যাতন, আর্থিকসহ সব নির্যাতনকে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, "তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না।"[৫০]

২. আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য (ধারা-৪-৯) : এ আইনে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। একই সাথে সহিংসতার শিকার নারীর চিকিৎসা সেবা প্রদানে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসা কেন্দ্র দায়িত্ব পালন করবে। তবে এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় স্ত্রীর চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। স্ত্রী কেন, যেকোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করা ইসলামে শিক্ষা। তদুপরি স্বামী হলো স্ত্রীর দায়িত্বশীল তাই স্বামীর জন্য স্ত্রীর অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। ইসলাম নির্দেশিত ওয়াজিব খোরপোষের অধীনে স্বামীর জন্য স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।[৫১] ওয়াজিব না হলেও ইসলাম কখনো স্ত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় কষ্ট দেয়াকে ইসলাম সমর্থন করে না।

৩. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অংশীদারী বাসগৃহে বসবাসের অধিকার (ধারা-১০) : স্ত্রীদের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করাও ভরণ-পোষণের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইসলাম নির্দেশিত স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকারের মধ্যেই স্ত্রীর বাসস্থানের অধিকার রয়েছে। সুতরাং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অংশীদারী বাসগৃহে বসবাসের অধিকার থাকবে। এ সম্পর্কে ইসলামি বিধান হলো, "যদি কোনো ব্যক্তি পরিবারের কারো এরূপ কোনো আচরণের কারণে সংক্ষুব্ধ হয়, তা হলে অংশীদারী বাসগৃহে তার অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার স্বার্থে প্রতিপক্ষকে প্রয়োজনে বাসগৃহ থেকে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ করা যেতে পারে কিংবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতিতে তার জন্য অন্যত্র নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সত্যনিষ্ঠ খলিফাগণ ঘরে অসংযত আচরণকারীদেরকে শাস্তিস্বরূপ সাময়িকভাবে ঘর থেকে বের করে দিতেন।"[৫২] একইভাবে কেউ যদি কারো স্ত্রী থেকে বসবাসের অধিকার হরণ করে, তাকে অপহরণের শাস্তি হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে, "অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে ঘরে বসবাসের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্যও অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা তাঁদের দৃষ্টিতে যেহেতু স্থাবর সম্পদের বেলায়ও অপহরণ হতে পারে, তাই তার ভোগাধিকারও অপহরণ হতে পারে। অতএব কোন ব্যক্তি যদি অপরকে তার ঘরে বসবাস করতে বাধা দেয়, সে ঘরের বাসাধিকার অপহরণকারী রূপে পরিগণিত হবে। এ জন্য ঘরটি যতদিন অপহরণকারীর দখলে থাকবে, ততদিনের জন্য তাকে ঐ ঘরের ভাড়ার সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চাই সে ঘরে নিজে বসবাস করুক কিংবা অন্যকে বসবাস করতে দিক বা খালি পড়ে থাকুক। অনুরূপভাবে যে কোন সম্পদের ভোগাধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করলে সে জন্যও এ অপহরণের বিধান কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের দৃষ্টিতে ঘরের বসবাসের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্য অপহরণের বিধান কার্যকর হবে না। কারণ বসবাসের অধিকার এটা সম্পদ নয়; বরং সম্পদের উপকারভোগ। অনুরূপভাবে যে কোন সম্পদের ভোগাধিকার কেউ ছিনিয়ে নিলে তার জন্য অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তাঁদের দৃষ্টিতে, অপহরণের বিধান কেবল সম্পদ ছিনতাইয়ের জন্য কার্যকর হবে। অতএব, কেউ কারো ঘর জোর

করে ছিনিয়ে নিলে বা কাউকে তার সম্পদের ভোগাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তাকে ঐ ঘর বা সম্পদ দ্বারা যে লাভ বা উপকারিতা অর্জন করা যেত তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে পরবর্তীকালের হানাফী ইমামগণ নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দান ওয়াজিব হবার কথা বলেছেন।"[৫৩]

৪. পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে আদালতে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (ধারা-১১) : ইসলামি দৃষ্টিকোণে প্রতিটি মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কেউ তার এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সুতরাং পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রেও আদালতের মাধ্যমে বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রপ্রধান নাগরিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত পৌঁছে দাও তার প্রাপকদের কাছে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে। আল্লাহ্ যে উপদেশ তোমাদের দেন তা কত উত্তম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন।"[৫৪]

৫. সংক্ষুব্ধ[৫৫] ব্যক্তির পক্ষে আদালত কর্তৃক সুরক্ষা আদেশ প্রদান (ধারা-১৪) : ইসলাম স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকার দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রীর আবাসনসহ যেকোনো পারিবারিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকারের আওতাভুক্ত। এ সম্পর্কে ড. আহমদ আলী[৫৬] বলেন, "প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য হলো, তার স্ত্রীর জন্য প্রচলিত নিয়মে এমন আবাসের ব্যবস্থা করা, যাতে সে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। অনুরূপভাবে অংশীদারী গৃহে ভাইবোন, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল ও ন্যায়ানুগ আচরণ করতে হবে। তাদের কারো এরূপ কোনো আচরণ করা সমাচীন নয়, যাতে ঘরের অপর কারো কোনো ধরনের অধিকার হরণ হয় কিংবা কারো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।"[৫৭]

৬. শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ক্ষতির প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ আদেশ (ধারা-১৬) : ইসলামি আইনে কারো শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। ইসলাম শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির বিপরীতে হুদুদ ও কিসাসের শাস্তির বিধান রেখেছে। ইসলামি আইনে অর্থদণ্ডের শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, তা'যীর হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়, এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (রহ.) প্রথমে জায়িযের মত পোষণ করলেও পরবর্তীতে সে মত থেকে ফিরে আসেন। তাঁর নতুন মত অনুযায়ী অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয নয়। হাম্বলী ইমামগণের মতে, অর্থ জরিমানা করা হারাম। অনুরূপভাবে শাস্তি হিসেবে সম্পদ বিনষ্ট করাও হারাম। তাঁদের কথা হল, এ বিষয়ে শরিয়তের নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) ও অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয, যদি তাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে।[৫৮] ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।[৫৯] এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "অভাবগ্রস্ত

ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোন উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয়নি, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোন জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।"[৬০]

তাছাড়া খুলাফা রাশিদূন যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন।[৬১] এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়। সর্বোপরি সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ কোন অপরাধের ক্ষেত্রে (যেমন চুরি, যাকাত দান থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি) অর্থ জরিমানা প্রদান করতে পারে। তবে সরকার সে অর্থ রাজকোষে জমা করতে পারবে না এবং কোন সম্পদশালীকেও দিতে পারবে না; বরং তা অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. পারিবারিক সহিংসতার আবেদন, বিচার, আপিল, নিষ্পত্তি ইত্যাদির বিধান (ধারা-২০-২৮) : উক্ত আইনের ধারার মাধ্যমে বিচার প্রাপ্তিতে অযথা কালক্ষেপণ না করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামও সকল ক্ষেত্রে বিচার প্রাপ্তিতে কালক্ষেপণ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি ইসলাম সহিংসতার আবেদন, বিচার, আপিল, নিষ্পত্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব ও সুপারিশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যার সুপারিশের কারণে আল্লাহর কোন হদ্দ কায়িম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে অবশ্যই আল্লাহর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে।"[৬২]

৮. নিভৃত কক্ষে বিচার প্রাপ্তির অধিকার (ধারা- ২৩) : ইসলাম অন্যের দোষ প্রচার করার চাইতে গোপন রাখতেই উৎসাহিত করে; যদি তা সমাজ বিশৃংখলামূলক কোনো ঘটনা না হয়। পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার অবতারণা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বিচার লাভে ইতস্তত বোধ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা লজ্জায় সঠিক তথ্য উপস্থাপন থেকে বিরত থাকে। সুতরাং পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব গোপন রেখে বিচার মীমাংসার সুবিধার্থে নিভৃত কক্ষে বিচারের ব্যবস্থাকে ইসলামি আইন সমর্থন করে। কেননা নিভৃত কক্ষে বিচারের ফলে বাদি-বিবাদি ও কাজী ব্যতীত অন্য কেউ এ সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকবে না, ফলে পারস্পরিক দোষত্রুটি যথাযম্ভব গোপন থাকবে। এ সম্পর্কে ইসলামি বিধান হলো, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।"[৬৩]

৯. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষার আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি (ধারা-৩০) : এ আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তির সুরক্ষার আদেশ দিলে, সে আদেশ মান্য করতে হবে; নতুবা তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ইসলামি আইনেও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইসলামি আইনানুসারে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিরাপত্তা-সঙ্গিনীরও ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে যাইনুদ্দীন ইবনু নুজাইম[৬৪] বলেন, "যদি স্ত্রী নিজের জান-মালের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করে, তা হলে তার জন্য নিরাপত্তা-সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে।"[৬৫]

১০. মিথ্যা আবেদনের প্রেক্ষিতে কারাদণ্ডের বিধান (ধারা-৩২) : ইসলামি আইন অনুসারে, মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান বিবাদির অবস্থা, মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে যেসব অপরাধ সচরাচর প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য (যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি) সে সবের জন্য তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রহার করাও যেতে পারে,[৬৬] বন্দী করেও রাখা যেতে পারে।[৬৭]

২. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে জনসমাজে সুখ্যাত হয়, তা হলে তাকে কোনভাবে নিছক অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন রূপ শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পারে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।[৬৮]

৩. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি অসৎ জানা না যায়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তার অবস্থা স্পষ্ট হবে।[৬৯]

৪. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি না জানা নাই, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য দুজন সাধারণ লোক কিংবা একজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে কুখ্যাত অপরাধী ও সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে বিচারক কিংবা শাসকের অবগতিই যথেষ্ট।[৭০]

৫. যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানি কিংবা অপমানিত করার জন্য কোন মামলা দায়ের করে এবং বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, বাদি অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে, তাহলে বিচারক তাকে নীতি শিক্ষাদানমূলক যে কোন শাস্তি দান করবেন। আর এ ধরনের শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাস্তি হল কারাদণ্ড। এ ধরনের শাস্তির কারণ হল, যাতে সমাজে অসৎ ও মতলববাজ লোকদের এ ধরনের মামলা দায়েরের প্রবণতা বেড়ে না যায়।[৭১]

সুপারিশমালা

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় যুগ যুগ ধরে চলমান। বিভিন্ন যুগে, ধর্ম ও সভ্যতায় পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা কমানো সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রচলিত 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০' ইসলামি দৃষ্টিকোণে মূল্যায়ন প্রেক্ষাপটে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো-

১. ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক বিধি-বিধান মেনে চলা।

২. ইসলাম প্রদর্শিত পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্তব্য পালনে যত্নশীল হওয়া।

৩. পরিবারের কেউ সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে এর ক্ষতিকর প্রভাব ও শাস্তি সম্পর্কে বুঝিয়ে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার শাস্তি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা

৫. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে ইসলামি বিধি-বিধানের আলোকে প্রচলিত আইনের সংস্কার।

৬. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৭. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে সহজলভ্য আইনি সহায়তা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান।

৮. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিষয়াদি সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯. সরকারি ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরে পর্যাপ্ত বই-পুস্তক, বুকলেট, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এ উল্লিখিত বিষয়াদি কুরআন ও হাদিসের আলোকে পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে পেরেছি যে, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত এ আইনের অধিকাংশ ধারায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনা রয়েছে, কারণ পারিবারিক সহিংসতার সবচেয়ে বেশি শিকার হলো নারী ও শিশু। উল্লিখিত আইনের সাথে ইসলামি নির্দেশনার পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, এ আইনের সবগুলো ধারার সাথে ইসলামের সমর্থন রয়েছে। তদুপরি, ইসলাম পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে স্বতন্ত্র কৌশল নির্দেশ করেছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ সম্পর্কিত ইসলাম নির্দেশিত বিষয়াদির বাস্তবায়ন পারিবারিক পরিমণ্ডলে সৃষ্ট সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারবে। ইসলাম পারিবারিক পরিমণ্ডলে নারী অধিকার রক্ষা ও বৈষম্য নিরসনে পুরুষের উপরই প্রধান দায়িত্ব অর্পন করেছে, এজন্য এ গবেষণার সুপারিশ হবে- ইসলাম নির্দেশিত ক্ষমতাবলে একজন পুরুষ পরিবারের কর্তা হিসেবে নারী অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্য তথা ভাই-ভাই দ্বন্দ্ব, ভাই-বোন দ্বন্দ্ব, পিতা-মাতা ও সন্তানের সাথে দ্বন্দ্ব, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ির সাথে দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট সহিংসতা প্রতিরোধে উল্লিখিত আইনে কোনো নির্দেশনা নেই; তাই উল্লিখিত আইনের সংশোধন, আইনের কঠোর বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীর জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

১ সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২), পৃ. ৬৩১

২ সম্পাদনা পরিষদ, *স্থানীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা* (ঢাকা: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন, ২০২১), পৃ. ১

৩ Lewis A. Coser, *The functions of social conflict* (Illinois: The Free Press, 1956), Vol. 9, p. 8

৪ Elena Marta & Sara Alfieri, 'Family Conflicts' in Alex C. Michalos (eds) "*Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*" (Springer Dordrecht, 2014), p. 2164, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_997, Search on date : 20-08-2023

৫ ড. আসান হাবীব, *পরিবার ও বিবাহের সমাজ বিজ্ঞান* (ঢাকা : গ্রন্থকুটির, ২০২০), পৃ. ৮৫

৬ সম্পাদনা পরিষদ, *স্থানীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৭ Tony Wragg, *Nutshells: Family Law* (London : Sweet & Maxwell, 2010), p. 62

৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন*, ২০১০ (ঢাকা : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (২০১০ সনের ৫৮ নং আইন), ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০), ধারা নং : ৩

৯ 'বাবার সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্বে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন', *"ঢাকা পোস্ট"*, ৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০২৩, *https://www.dhakapost.com/country/171366, সংগ্রহের তারিখ*, ২০-০৮-২০২৩

১০ 'পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্বঃ চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে খুন', *"জাগো নিউজ"*, *https://www.jagonews24.com/national/news/844760, সংগ্রহের তারিখ*, ২০-০৮-২০২৩

১১ 'সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব, জামাইয়ের বিরুদ্ধে শ্বশুরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে মামলা', *"প্রথম আলো"*, ১ *মে* ২০২২, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩

১২ 'উঠানে বাবার লাশ রেখেই সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব ৫ সন্তানের', *"যুগান্তর"*, ৭ *জুলাই* ২০২১, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩

১৩ বুলবুল চৌধুরী, 'জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব, চাচার অস্ত্রের আঘাতে নিহত ভাতিজা', "*নিউজ বাংলা ২৪*" ঢাকা ২ অক্টোবর, ২০২২, *https://www.newsbangla24.com/news/208400/Nephew-killed-by-uncles-weapon-in-conflict-over-land,* সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩

১৪ 'সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব নিজের গুলি দিয়ে মাকে খুন করে পালাল পাষণ্ড ছেলে', "*মহানগর নিউজ*" ১৬ আগস্ট, ২০২২, *https://www.mohanagar.news/greater-chattogram/news/16714,* সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩

১৫ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (আল কুরআন, ৪ : ৭)

১৬ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (আল কুরআন, ৪ : ৩৩)

১৭ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ - اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ . (আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৩৩৭, হাদিস নং : ৫১৪৬)

১৮ وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (আল কুরআন, ২ : ১৮৮)

১৯ *নারী ও কন্যা নির্যাতন বিষয়ক তথ্য (জুলাই, ২০২৩)* (ঢাকা : লিগ্যাল এইড উপ-পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আগষ্ট ২০২৩), পৃ. ১

২০ আরবি نفقة 'নাফাকা' শব্দের বহুবচন হলো نفقات।এর আভিধানিক অর্থ- الزاد তথা পাথেয়। অর্থাৎ দিরহাম বা অন্য যা কিছু খরচ করা হয়। পরিবারভূক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য যা ব্যয় করা হয়। [ইব্‌ন 'আবিদীন, মুহাম্মদ আমীন, *হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৬২৮।] নাফাকার পারিভাষিক সংজ্ঞায়নে শরহে বেকায়া ব্যখ্যাকার বলেন, ما يفرض للمرأة علي زوجها من طعام وكسوة وسكني "নাফকা বলা হয় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান করা, যা স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর আবশ্যক।" বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলিমুজ্জামান বলেন, ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র ও বসবাসের

সংস্থানকে বুঝায়। [আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* (ঢাকা : কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০০৫), পৃ. ৩৯৪]

২১ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ . (আল কুরআন, ৬৫ : ৭)

২২ وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلَّا فَقْرًا [সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ুব বিন মুতির আবুল কাশেম আত তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত* (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি), খ. ৩, পৃ. ২১, হাদিস নং : ২৩৪২]

২৩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَاَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ اَفْضَلُ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান* (মিসর : দারু ইহয়াউ কুতুবুল আরাবীয়্যা, তা.বি), খ. ১, পৃ. ৫৯৭, হাদিস নং : ১৮৫৯]

২৪ وَاٰتُوْا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . (আল কুরআন, ৪ : ৪)

২৫ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً . (আল কুরআন, ৪ : ৩)

২৬ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَاَتَانِ يَمِيلُ لِاِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ . [আবু আব্দুর রাহমান আহমদ বিন শুআইব আন নাসায়ী, *আস সুনান* (হালব : মাকতাবাতু মাতবাআতু আল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.), খ. ৭, পৃ. ৬৩, হাদিস নং : ৩৯৪২]

২৭ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ . (আল কুরআন, ৬৫ : ৬)

২৮ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً (আল কুরআন, ৩০ : ২১)

২৯ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ . (আল কুরআন, ৪ : ১২৮)

৩০ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا . (আল কুরআন, ৪ : ৩৫)

৩১ 'সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব, ৫ নারীকে বিনা ওয়ারেন্টে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ', "*আলোকিত প্রতিদিন*", ১২ জানুয়ারি ২০২৩, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩

৩২ তানজিম আল ইসলাম, 'সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের বিরোধ', "*প্রথম আলো*", ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩

৩৩ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ (আল কুরআন, ১৭ : ২৬)

৩৪ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «بَرَّ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» وَمِنْهَا [আবু আব্দুল্লাহ হাকেম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, *আল মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন* (বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৬৭, হাদিস নং : ৭২৪৫]

৩৫ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ [আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযি, *আস সুনান* (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩২০, হাদিস নং : ১৯১৬]

৩৬ আবু আব্দুল-াহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *আস সহীহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৬, হাদিস : ৫১৩০

৩৭ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِيْ تِسْعَ أَخَوَاتٍ

فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ. (ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৬, হাদিস : ৪০৫২)

৩৮ عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ . فَقَالَ " لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ". (ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী আল কুসাইরী, *আস সহীহ* (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৮২, হাদিস নং : ২২/২৫৫৮)

৩৯ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. (আল কুরআন, ২ : ৮৩)

৪০ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ، اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. (ইমাম ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০৮, হাদিস নং : ৩৬৬২)

৪১ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَاَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. [আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল বিন হেলাল বিন আসাদ শায়বানী, *আল মুসনাদ* (বৈরূত : মুআসাসাতুর রিসালা, ১২৪১ হি), খ. ২১, পৃ. ৯৩, হাদিস নং : ১৩৪০১]

৪২ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. (আল কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪)

৪৩ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ. (আল কুরআন, ২ : ২১৫)

৪৪ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (আল কুরআন, ২ : ২৩৩)

৪৫ عَنْ اَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , اَلِلْوَلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ اَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، وَالسِّبَاحَةَ، وَالرَّمْيَ، وَاَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا. [আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মূসা বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা* (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি), খ. ১০, পৃ. ২৬, হাদীস নং ১৯৭৪২]

৪৬ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. (ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০, হাদিস নং : ৬০৭৩)

৪৭ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، اِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا - (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৮৭, হাদিস নং : ২৫৬৫/৩৫)

৪৮ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ: - وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ - . وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ৫, হাদিস নং : ৮৯৩)

৪৯ ধারা অর্থ আইনের বিধি (Section)। [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২), পৃ. ১৬৪৫] প্রায়োগিক অর্থে ধারা বলতে কোনো আইনের নির্ধারিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং প্রধান অংশসমূহ, অনেক সময় ধারার অধীনে ব্যাখ্যামূলক উপধারাও (Subsection) থাকে।

৫০ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ. (আল কুরআন, ৬৫ : ৬)

৫১ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-২ (ইসলামের পারিবারিক আইন, দ্বিতীয় খণ্ড)* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ১২৬

৫২ ড. আহমদ আলী, *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৫), পৃ. ৪৫

৫৩ ইবনু আবিদীন, পূর্বোক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৬-৭

৫৪ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه .اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - (আল কুরআন, ৪ : ৫৮)

৫৫ সংক্ষুব্ধ অর্থ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছে এমন। [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯৯] এখানে সংক্ষুব্ধ দ্বারা বুঝানো হয়েছে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি।

৫৬ ড. আহমদ আলী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে তাঁর ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত তার 'ইসলামের শাস্তি আইন' ও ' ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা' বাংলা ভাষায় ফিকহ চর্চায় এক অনন্য উদাহরণ।

৫৭ ড. আহমদ আলী, *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা*, পূর্বোক্ত, ৪৫

৫৮ মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ তাবি), খ. ৪, পৃ. ৬১

৫৯ ইবনে তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ. তাবি), খ. ৪, পৃ. ২১১-২১২

৬০ مَنْ اَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ (ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৭, হাদিস নং : ৪৩৯০)

৬১ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবূ বকর বিন আইয়ূব বিন সাদ শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যা, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ* (দামেশক : মাকতাবাতু দারিল বয়ান, তাবি), পৃ. ২২৭

৬২ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ (ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৫, হাদিস নং : ৩৫৯৭)

৬৩ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৮, হাদিস নং : ২৪৪২)

৬৪ ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনু ইবরাহীম ইবনু নুজাইম (মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে) হানাফি ফিকহের একজন প্রখ্যাত ফকিহ। তিনি হানাফী ফিকহের বিশ্ব বখ্যিাত গ্রন্থ 'আল-বাহুরুর রায়িক' রচনা করেন।

৬৫ যাইনুদ্দীন ইবনু নুজাইম, *আল-বাহুরুর রায়িক* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ২১১

৬৬ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা* (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুযূন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫), খ. ১৬, পৃ. ৯২

৬৭ কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কদীর শারহুল হিদায়া* (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি), খ. ৫, পৃ. ৩৫২

৬৮ ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৩২৭-৩২৮

৬৯ ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

৭০ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা* (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুযূন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫), খ. ১৪, পৃ. ৯৫

৭১ ইব্রাহীম ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাতুল হুক্কাম* (বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, তাবি), খ. ২, পৃ. ৩০০

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ০৭.১১.২০২৩